



স্যানিটারি সামগ্রী

স্যানিটারি সামগ্রী বলতে মূলত বেসিন, সিংক, কমোড, ট্যাপ, শাওয়ার, বাথটাব, ইত্যাদি এগুলোকেই বুঝি আমরা। শুধু ডিজাইন নয়, এগুলোর গুণগত মান দেখে তারপর কেনা উচিত।

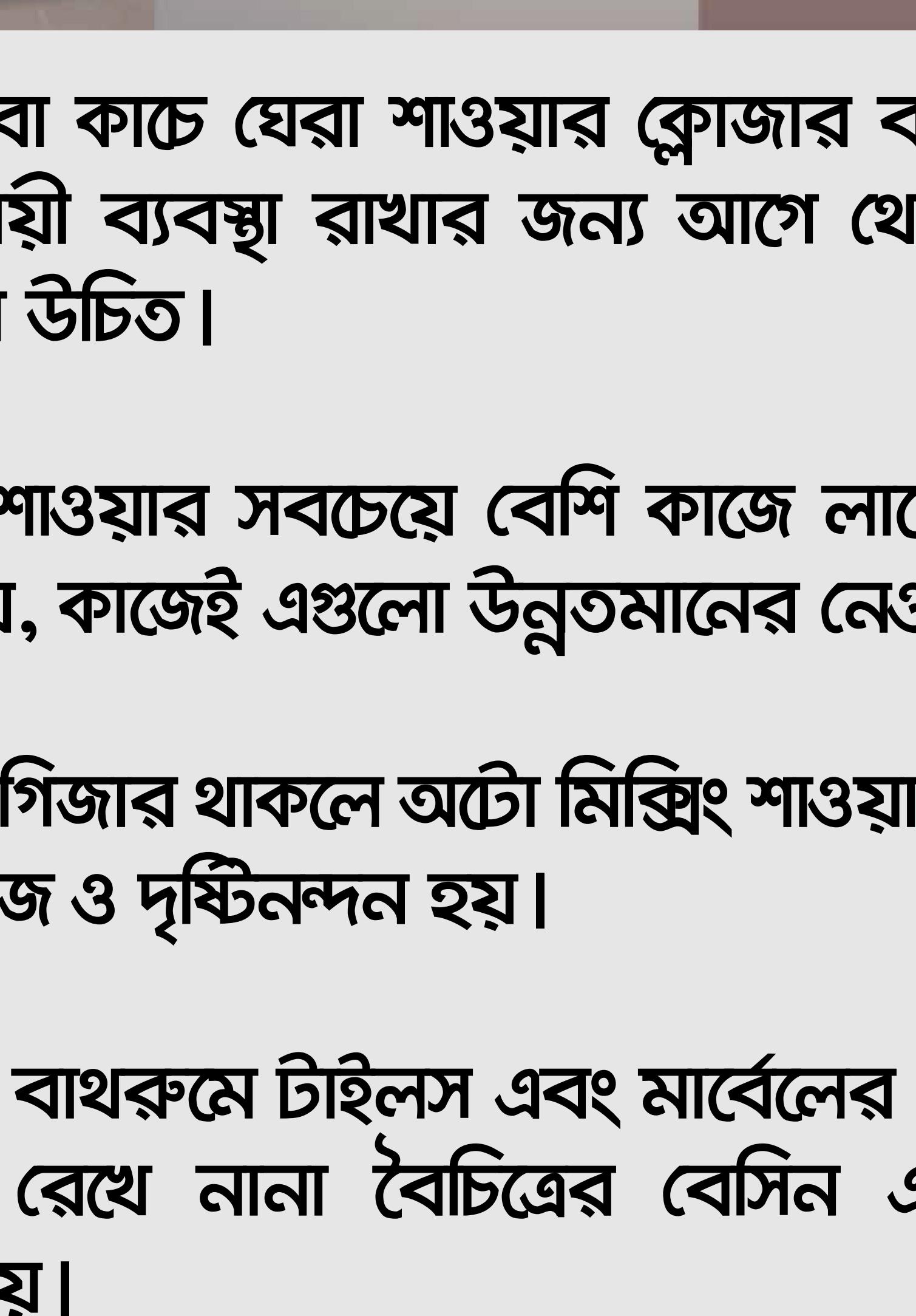
বেসিন কেনার সময় যে বিষয়গুলো জেনে নেওয়া উচিত তা হলঃ

বেসিন ফিটিংস কয়েক রকমের হতে পারে, আপনার কেন ধরনের বেসিন বসানোর ব্যবস্থা আছে তা আগেই জেনে নিন।

- ▶ পেডেস্টাল বেসিন খুব সহজে যে কোন জায়গায় বসানো যায়।
- ▶ ছোট পরিসর জায়গায় কর্ণার বেসিন বসানো যেতে পারে।
- ▶ মার্কেটে এখন ডাইনিং স্পেসের জন্য নান্দনিক বিভিন্ন জিজাইনের বেসিন পাওয়া যায়।

বাথরুমে প্ল্যাটফর্ম করে তিন ধরণের বেসিন বসানো যেতে পারে। ওভার কাউন্টার এবং আডার কাউন্টার বেসিনের ক্ষেত্রে মার্বেল অথবা টাইলসের স্ল্যাব কেটে বেসিন বসানো হয়।

- ▶ আডার কাউন্টার বেসিনের পুরোটাই স্ল্যাবের নিচে থাকে।
- ▶ ওভার কাউন্টার বেসিনের কিছু অংশ স্ল্যাবের উপর দেখা যায়।

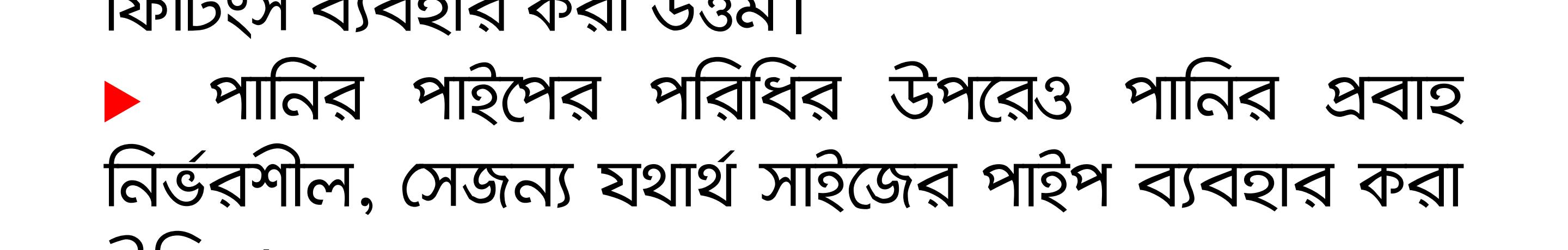


ইদানীং কাউন্টার টপ বেসিন আমাদের দেশে জনপ্রিয় হচ্ছে, যেখানে স্ল্যাব না কেটেই পুরো বেসিন বসানো থাকে, শুধু কল বসানো এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ছিদ্র করা হয়। রান্নাঘরের বেসিন বা সিংক কেনার সময় রান্নাঘরের স্ল্যাবের সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

কমোডও কয়েক রকমের হয়ে থাকে। কাজেই কমোড কেনার আগেও এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবেঃ

- ▶ পি-ট্যাপ কমোড দেয়ালে ফিটিং হয়, এস-ট্যাপ কমোড ফ্লোরে ফিটিং হয়।
- ▶ কমোডের সাইজ আপনার বাথরুমের সাইজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটি বিবেচনা করতে হবে।

- ▶ সাধারণভাবে কমোডের অংশ এবং ওয়াটার ট্যাংক আলাদা ভাবে স্থাপন করতে হয়।
- ▶ আজকাল ভাল ব্র্যান্ডের ‘ওয়ান পিস’ কমোড পাওয়া যায় যেখানে কমোডেই ওয়াটার ট্যাংক সংযুক্ত অবস্থায় থাকে।
- ▶ পানি ব্যবহারে সামগ্রী হতে অনেক ভাল ব্র্যান্ডের কমোডে ডুয়েল ফ্ল্যাশের ব্যবস্থা থাকে।



সতর্কতা হিসেবে

- ▶ প্রচলিত লোহার পাইপে মারিচ পড়ায়, পানিতে তার প্রভাব পড়ে, তাই ভাল মানের ইডিপিভিসি পাইপ এবং ফিটিংস ব্যবহার করা উত্তম।
- ▶ পানির পাইপের পরিধির উপরেও পানির প্রবাহ নির্ভরশীল, সেজন্য যথার্থ সাইজের পাইপ ব্যবহার করা উচিত।

